সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের দায়বদ্ধতা, অসদাচরণ, অসামর্থ্যতা বিষয়ে তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম প্রসঙ্গে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশ

ঐতিহাসিক পটভূমি :

প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি বা অবস্থান সভ্যতার মান নির্ধারনী সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আজ থেকে হাজার বছর আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিচারালয় বিদ্যমান থাকলেও অন্য সব কিছুর মত বিচার সংক্রান্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজার হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। অভিষেকের সময় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে রাজা নিজ রাজ্যে ন্যায় (বিচার) প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতেন। তিনি ন্যায়ের উৎস তথা ***Fountain of Justice*** হিসাবে বিবেচিত হতেন। রাজ্যে বিদ্যমান সকল আদালতের রায়ে সংক্ষুব্ধ প্রজাকূলের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল রাজার আদালত (***King's Court***)। এ কারণে রাজপুত্রগণকে শৈশবে অস্ত্রচালনা,যুদ্ধবিদ্যা, রাজকার্যের পাশাপাশি ন্যায়শাস্ত্রও শিক্ষা দেয়া হতো। প্রাচীন ভারতে ইংল্যান্ডের ন্যায় রাজা স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এই ধারা মোগল আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইংল্যান্ডে ষোড়শ শতকের সূচনা লগ্নেও রাজা স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। ঐ নিরংকুশ রাজতন্ত্রের যুগেও বিচারপতি ***Bracton*** লিখেছিলেন,***"That the King should not be under man, but under God and the Law" (Quod rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et Lege)*** ।

পরবর্তীকালে রাজা বিবিধ রাজকর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে বিচারকার্যের জন্য উচ্চ আদালতসমূহে তার দ্বারা নিয়োজিত বিচারকবৃন্দ (***Crown Judges***) দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডে বিচারকগণ ***" durante bene placito "(during King's pleasure)*** অর্থাৎ রাজাজ্ঞাধীনতার শর্তে নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। যে কোন সময়ে, রাজা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই অন্যান্য রাজকর্মচারীদের ন্যায় উচ্চআদালতের বিচারকগণকে কর্মচ্যুত করতে পারতেন, এমন কি সর্বোচ্চ শাস্তিও দিতে পারতেন। সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে একদিকে রাজার স্বর্গীয় অধিকার ও ক্ষমতা (***Rule by divine Right***) এবং ***House of Commons*** এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অধিকারের সংগ্রাম, অন্যদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, এইরুপ ত্রিমুখী সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৬৮৯ সনের ***Bill of Rights*** বলে ***House of Commons*** তথা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত ***Act of Settlement*** এর ৭ ধারায় বিবৃত ***quam diu se bene gesserint(during good behavior)*** শর্তের মাধ্যমে প্রথমবারের মত বিচারকগণের নিয়োগ এবং আর্থিক সুবিধাদি সুনিশ্চিত করা হয়। এছাড়া, বিচারকগণের অপসারণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রাজ কর্তৃত্বের পরিবর্তে পার্লামেন্ট এর উভয় কক্ষের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। বস্তুত, এইসব বিধানের মাধ্যমে প্রথমবারের মত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সূচনা করা হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত রাজার মৃত্যুর সাথে তার নিযুক্ত বিচারকগণের চাকুরির অবসান ঘটতো। নতুন রাজা অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সাথে নতুনভাবে বিচারকদেরও নিযুক্ত করতেন। ১৭৬১ সালের এক আইন বলে এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে বিচারকদের কর্মকাল আমৃত্যু করা হয়। কেবল গুরুতর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে পার্লামেন্ট এর উভয়কক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অপসারণের প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়। একই সাথে এই সময়ে রাজা***Crown Judge***দের পদমর্যাদা অন্যান্য রাজকর্মচারীদের উপরে নির্ধারিত করেন এবং নিজের সর্বোচ্চ বিচারিক ক্ষমতা বিচারকগণের উপর ন্যস্ত করেন।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতবর্ষে সুলতানী ও মোগল যুগে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সুলতান এবং সম্রাটগণ ইউরোপের মতই ন্যায়ের (বিচারের) উৎস তথা ***Fountain of Justice***ও সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন।

রাজধানীতে অবস্থিত সুলতান বা সম্রাটের আদালতই ছিল শেষ আপীল আদালত। বিচারক নিয়োগ এবং তাদের কর্মকাল নির্ধারণ ছিল রাজন্যবর্গের একক এখতিয়ার। ১৬০৫ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর তার আগ্রা কেল্লার বর্হিপ্রাচীরে ৬০টি স্বর্ণঘন্টা স্থাপন করেছিলেন। ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে ব্যর্থ নির্যাতিতগণ দিন-রাতের যে কোন সময়ে ঐ ঘন্টার মাধ্যমে সরাসরি সম্রাটের নিকট ফরিয়াদ করতে পারতেন।

ব্রিটিশ ভারতে ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করা হয় এবং এর প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পেকে ইংল্যান্ডের ***King's Bench***এর বিচারকের সমান মর্যাদা, সম্মান ও এখতিয়ার প্রদান করা হয়। একই ভাবে ১৮৬১ সালে স্থাপিত হাইকোর্ট এর বিচারকগণের জন্য ইংল্যান্ডের বিচারকদের সমান সম্মানের বিধান করা হয়।

১৭৮৭ সালে উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ কলোনির সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র নামক নবসৃষ্ট প্রজাতন্ত্রটির সংবিধানে সর্বপ্রথম একটি আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। এতে আইন সভা (***Congress***), নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে পৃথক করে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্য নীতির (***Separation of Powers*** ও ***Balance of Power***) প্রতিফলন ঘটানো হয়। সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রজাতন্ত্রে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণের জন্যেও ব্রিটিশ বিচারকদের অনুরুপ ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয় এবং চাকুরির মেয়াদ আমৃত্যু নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে বিচারকদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হলে ***Congress***এর উভয়কক্ষ তথা ***House of Representatives***ও ***Senate***এর সিদ্ধান্ত অনুসারে অভিশংসন করার বিধান রাখা হয়।

পরবর্তীতে বিগত দুই শত বছরে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই উচ্চ আদালতের বিচারকগণের কর্মকাল একটি নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা আমৃত্যু নির্ধারণ করে এবং তাদের অপসারণ প্রক্রিয়াটি জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইন সভার উপরই অর্পণ করেছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের কর্মকাল ও অপসারন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশের আপামর জনগণের স্বাধীকার ও স্বাধীনতার সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বীর জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদের প্রাণোৎসর্গে উদ্বুদ্ধকারী সকল আদর্শ এবং সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য,স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে; বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরুপ সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান পবিত্র কর্তব্যজ্ঞানে ঘোষণা প্রদান করে গণপরিষদ ১৯৭২ সালে ৪ঠা নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনান্তে সমবেতভাবে গ্রহণ করে।

উক্ত সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত আছে। ১ম পরিচ্ছেদ - সুপ্রীম কোর্ট এর তথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সংক্রান্ত বিধানাবলী ৯৪ থেকে ১১৩ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের পদের মেয়াদ ও অপসারণ প্রসঙ্গে ৯৬ অনুচ্ছেদে ***"বিচারকদের পদের মেয়াদ"*** উপশিরোনামে বলা হয়েছে :

বাংলা পাঠ
"বিচারকদের পদের মেয়াদ"
৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন বিচারক বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারণ করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সর্ম্পকিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সর্ম্পকে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। (৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

সংবিধান প্রণেতাগণ এই অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রমাণিত অসদাচরণ ও অসামর্থ্যতার অজুহাতে তাদেরকে বিচারিক পদ থেকে অপসারণ করার আদেশ জারী করবেন মর্মে বিধান রচনা করেন। জাতীয় সংসদ এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে অসাংবিধানিকভাবে দেশে সামরিক আইন জারী করা হয় এবং ০৮.১১.১৯৭৫ তারিখে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। অতপর, The Second Proclamation (Seventh Amendment) Order, 1976 (Second Proclametion Order No.IV of 1976) সামরিক ফরমান দ্বারা রাষ্ট্রপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম সংবিধান সংশোধন করত পৃথক হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করেন এবং এ কারণে সংশোধিত ১০৫ অনুচ্ছেদ মাধ্যমে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ নিম্নরুপ ভাবে পুনস্থাপন করেন:

105. Tenure of office of Judges of Supreme Court and High Court. - (1) Subject to the provisions of this article, -

(a) a Judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of sixty-five years;

(b) a Judge of the High Court shall hold office until he attains the age of sixty-two years.

(2) A Judge of the Supreme Court or of the High Court shall not be removed from his office except by an order of the President made pursuant to a resolution of Parliament passed by a majority of not less than two-thirds of the total number of members of Parliament, on the ground of proved misbehavior, or incapacity.

(3) Parliament may by law regulate the procedure in relation to a resolution under clause (2) and for investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a Judge the Supreme Court or of the High Court.

(4) A Judge of the Supreme Court or of the High Court may resign his office by writing under his hand addressed to the President.

উক্ত সামরিক ফরমান ১৩.০৮.১৯৭৬ তারিখ হতে কার্যকর হয়।

কিন্তু ১৯৭৭ সালের The Proclamations (Amendment) Order, 1977 (Proclamations Order No.I of 1977) সামরিক ফরমান মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান উপরোক্ত ১০৫ অনুচ্ছেদ পুনরায় সংশোধন করে ১৯৭২ সালের সংবিধানে অবৈধভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সৃষ্টি করে নিম্নরুপ প্রতিস্থাপন করেন :

(e) .....
(i) in article 105 for clauses (2),(3) and (4) following shall be *substituted* , namely :
"(2) A Judge of the Supreme Court or of the High Court shall not be removed from office except in accordance with the following provisions of this article.
(3) There shall be a **Supreme Judicial Council**, in this article referred to as the Council, which shall consist of the Chief Justice of Bangladesh, and the two next senior Judges of the Supreme Court:
Provided .....

(**Supreme Judicial Council** শব্দগুলো গাঢ় হরফে উপস্থাপন করা হয়েছে)

এইভাবে এক সামরিক শাসকের সামরিক ফরমান দ্বারা এই প্রথম সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের জন্ম হয়। অতপর, The Second Proclamation (Tenth Amendment) Order, 1977 (Second Proclametion Order No.I of 1977) সামরিক ফরমান মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় সংবিধান সংশোধন পূর্বক সুপ্রীম কোর্টের দুই বিভাগ যথা: আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ আনয়ন করেন, কিন্তু মূল ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পরির্বতে অবৈধভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলসহ নতুন এক ৯৬ অনুচ্ছেদ সংবিধানে প্রতিস্থাপন করেন। এই অবৈধ বিধান ১৯৭৭ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। এইভাবে সামরিক ফরমান মাধ্যমে একজন অবৈধ সামরিক শাসকের খেয়ালখুশী ও মর্জি মাফিক (*Whims and caprices)* সর্ম্পূণ এখতিয়ারবিহীন ও অসাংবিধানিকভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সৃষ্টি।

পরবর্তীতে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মাঝে বিচারকদের বয়সের মেয়াদ একবার ৬৫ বছর থেকে ৬২ বছর করা হয় এবং পুনরায় ৬২বছর থেকে ৬৫ বছর করা হয়। ২০০৪ সালের সংবিধান (চর্তুদশ সংশোধন) আইন দ্বারা বিচারকদের বয়স ৬৫ বছর হতে ৬৭ বছর করা হয়।

ইতোমধ্যে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সামরিক শাসনকালে প্রণীত সকল আইন ও কার্যাবলীর তথাকথিত বৈধতা প্রদান করা হয়। ***বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বল ওয়ার্কস লি. বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য [14 BLT(Special Issus) 2006]*** মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত পঞ্চম সংশোধনী আইনটি অবৈধ ও বেআইনী ঘোষণা করে এবং আপীল বিভাগ উক্ত রায়টি বহাল রাখলেও সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এর বিধান সমেত ৯৬ অনুচ্ছেদটি বহাল (Condone) রাখে।

ইতোমধ্যে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন,২০১১ মূলে সংবিধানে নতুন করে ৭ক,৭খ সহ আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হয় এবং সেই সাথে আপীল বিভাগ কর্তৃক Condone কৃত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলটি সংবিধানে রয়ে যায় বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আপীল বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীল বিভাগ সামরিক আইন ও ফরমান মাধ্যমে প্রণীত সকল আইন বাতিল ঘোষণা করে। সেই প্রেক্ষাপটে অন্যান্য আইন সহ সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের বিধানও বিলুপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পরবর্তীতে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৩ নং আইন) এর ২ ধারা মূলে সংশোধিত ৯৬ অনুচ্ছেদের (২),(৩),(৪),(৫),(৬),(৭) ও (৮) দফাগুলোর পরিবর্তে (২),(৩) ও (৪) দফাগুলো সাংবিধানিক ভাবে প্রতিস্থাপিত করে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে প্রত্যার্বতন করা হয়।

বর্তমানে ৯৬ অনুচ্ছেদের অবস্থান নিম্নরুপ :

বিচারকের পদের মেয়াদ	[১] ৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। [২] (২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। (৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।]]

এই অনুচ্ছেদের মর্ম অনুসারে বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সর্ম্পকে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি বিষয়ে জাতীয় সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারকবৃন্দের জন্য ০৭.০৫.২০০০ তারিখে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (৪)(এ) দফার আলোকে তদানন্তিন প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি কর্তৃক সম্মিলিতভাবে Code of conduct for The Judges of the Supreme Court of Bangladesh প্রণয়ন করা হয়। যেহেতু, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংক্রান্ত উক্ত ৯৬ অনুচ্ছেদের (৪)(এ) দফা ইতোমধ্যে বাতিল হয়ে গেছে, সেহেতু উক্ত Code of conduct টিও বর্তমানে অকার্যকরী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদ ও এই আইনের (প্রস্তাবিত এই আইন) আওতায় নতুন একটি Code of conduct for The Judges of the Supreme Court of Bangladesh প্রণয়ন করা প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগনের অসদাচারন বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও দায় নির্ধারন) আইন, ২০১৬ এর প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ অনির্বাচিত হলেও বিচারিক ক্ষেত্রে সর্ম্পূণ স্বাধীন এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিচারিক ক্ষমতা প্রাপ্ত।

২. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ আইনের শাসনের ধারক ও বাহক, কিন্তু আইনের শাসন তাদের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য ও বাধ্যকর।

৩. প্রজাতন্ত্রের অন্য সকল সাংবিধানিক পদাধিকারীদের ন্যায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকেও বিচারিক এখতিয়ার বহির্ভুত অসদাচরণের জন্য দায়বদ্ধতার আওতায় আনয়ন।

৪. কোন অভিযোগ তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাকরণ।

৫. সমগ্র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

উল্লেখ্য যে, এই আইনের আওতায় বিচারকগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সর্ম্পকে শুধু তদন্ত ও বিচারকের দায়, যদি থাকে, নির্ধারণ করা যাবে। বিচারকের অপসারণ সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারেই সম্ভব।

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণের দায়বদ্ধতা, অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত ও পরবর্তী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে আনীত

বিল

যেহেতু , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফার আওতায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের দায়বদ্ধতা আনয়ন ও নিশ্চিতকল্পে এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে কোন বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উহা তদন্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা সমিচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।- (১) এই আইন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও দায় নির্ধারণ) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) **'অসদাচরণ (Misbehaviour)'** অর্থ-

(ক) কোন বিচারক কর্তৃক ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া বিচারকার্য পরিচালনা ও রায় প্রদান;

(খ) কোন বিচারক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারিক পদমর্যাদা বা কার্যালয়ের অপব্যবহার করিয়া আর্থিক,বস্তুগত কিংবা অন্যকোন রুপ সুবিধা গ্রহণ করণ;

(গ) কোন বিচারক কর্তৃক নৈতিকস্খলন জনিত কোন অপরাধ সংঘটন;

(ঘ) বিচারকার্যে প্রভাবিত হওয়া বা অন্যকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করা;

(ঙ) কোন বিচারকের ইচ্ছাকৃত ও ক্রমাগতভাবে বিচারিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা, যাহা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়;

(চ) কোন বিচারক কর্তৃক জীবন বৃত্তান্তে ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্বাপর এমন কোন বস্তুগত তথ্য গোপন করা, যাহা তাহার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিক ছিল।

(২)'অসামর্থ্য (Incapacity)' অর্থ কোন বিচারকের স্থায়ী প্রকৃতির শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যতা;

(৩) 'তদন্ত (Enquiry) ' অর্থ কোন বিচারকের অসদাচরণ বা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যতা প্রমাণের জন্য পরিচালিত কার্যক্রম;

(৪) 'তদন্ত কমিটি (Enquiry Committee)' অর্থ এই আইনের ৫ ধারার অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি;

(৫) 'বিচারক (Judge)' অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের বিচারক;

(৬) 'স্পীকার' অর্থ জাতীয় সংসদের স্পীকার।

(৭) 'রাষ্ট্রপতি' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ।

অধ্যায়-২
বিচারকগণের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা

৩। **বিচারকগণের অনুসরণীয় নীতিমালা** ।- প্রত্যেক বিচারক সার্বজনীনভাবে গৃহীত ও অনুসৃত বিচারিক জীবনের মূল্যবোধ চর্চা করিবেন এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক বিভিন্ন সময় বিচারকদের জন্য প্রণীত আচরণবিধি (code of conduct) মানিয়া চলিবেন।

অধ্যায়- ৩
অভিযোগ দায়ের

৪। **অভিযোগ** । **(১)** কোন ব্যক্তি কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অসদাচারণ ও অসামর্থ্য সম্পর্কিত কোন অভিযোগ আনয়ন করিতে চাহিলে তাহা জাতীয় সংসদের স্পীকারের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(২) কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে কোন বিচারক সম্বন্ধে এইরুপ অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে স্পীকার তাহা প্রাথমিক বিবেচনার জন্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে অনধিক ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতঃ উক্ত কমিটির নিকট অভিযোগটি সর্ম্পকে প্রাথমিক বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) এতদউদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি অভিযোগটি সম্পর্কে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করতঃ পর্যালোচনা করিবে :

(ক) অভিযোগটি পর্যালোচনায় যদি প্রাথমিক কোন সারবত্তা নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তাহা স্পীকারের নিকট লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে দাখিল করিবে এবং স্পীকার উক্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া বিষয়টি নিস্পত্তি করিবেন এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অবগত করিবার ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) অভিযোগটির প্রাথমিক সারবত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া কমিটির নিকট প্রতীয়মান হইলে তাহা স্পীকারের নিকট লিখিতভাবে প্রতিবেদন আকারে দাখিল করিবে:

(i) অভিযোগের প্রাথমিক সারবত্তা সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর স্পীকার জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপরি উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থাপন করিবেন তবে উক্ত আলোচনা সংসদের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হইবে;

(ii) জাতীয় সংসদের উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ যদি সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি সম্পর্কে তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে স্পীকার উক্ত তদন্তকার্য পরিচালনার নিমিত্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

৫। **তদন্ত কমিটি গঠন**।- (১) কোন বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য স্পীকার নিম্নলিখিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন:-

(ক) একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের একজন সাবেক বিচারপতি, যিনি উক্ত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) একজন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল;

(গ) একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক;

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্ত কমিটির কোন সদস্যের বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসরের কম হইবে না।

(২) জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই তদন্ত কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক ও আনুষাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। তদন্ত কমিটির ক্ষমতা: (১) তদন্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তই তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; তবে,যে কোন সদস্য তাহার ভিন্ন মত পৃথকভাবে প্রদান করিতে পারিবেন;

(২) এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটির দেওয়ানী আদালতের ন্যায় সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) অনুসারে নিম্নরূপ বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) কোন ব্যক্তি বা সাক্ষীর প্রতি সমন জারী বা তাহার শপথ গ্রহণপূর্বক পরীক্ষা;

(খ) কোন দলিল উপস্থাপন ও অনুসন্ধান (discovery and inspection);

(গ) এফিডেভিটসহ কোন সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) কোন অফিস বা আদালত হইতে যে কোন ডকুমেন্ট বা নথি তলব;

(ঙ) কমিশনে কোন সাক্ষী বা ডকুমেন্ট বা দলিল পরীক্ষা; এবং

(চ) অন্য কোন আনুসাঙ্গিক বিষয়।

(৩) যদি তদন্ত কমিটির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন কাগজপত্র তদন্তের জন্য প্রাসঙ্গিক যাহা কোন স্থানে গোপন রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা অনুসন্ধান ও জব্দ করিবার জন্য তদন্ত কমিটি উহার কোন অধঃস্তন কর্মকর্তাকে বা কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/এজেন্সীর কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(৪) যদি তদন্ত কমিটি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, (২) উপ-ধারা এর অধীন জব্দকৃত কোন কাগজপত্র তদন্তের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে বা প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা হইলে উহার মূল কপি তদন্ত কমিটির হেফাজতে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাইবে।

(৫) তদন্ত কমিটি তদন্তকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনে ইহাকে সহায়তা প্রদানের জন্য ক্ষেত্রমত, সরকারের যে কোন কর্মকর্তা, সুপ্রীম কোর্টের যে কোন প্রশাসনিক বা সহায়ক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/এজেন্সী বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিলে তিনি বা তাহারা সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

অধ্যায়-৪
অসদাচারণ এর অভিযোগ সর্ম্পকিত তদন্ত

৭। **তদন্ত কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান পদ্ধতি** ।- (১) তদন্ত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত তদন্তকার্যসমূহ গোপনীয়তার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে ।

(২) তদন্ত কমিটি, সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবেন ।

(৩) ২ নং দফার অধীনে প্রণীত অভিযোগনামা সংশ্লিষ্ট বিচারকের নিকট বাহক মাধ্যমে এবং রেজিস্ট্রিকৃত ডাক যোগে প্রেরণ করিয়া তাহাকে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিত বক্তব্য প্রদান করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন ।

(৪) সংশ্লিষ্ট বিচারক অভিযোগনামা প্রাপ্ত হইবার পর ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য লিখিত আকারে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট বিচারক তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষী পরীক্ষা করাইতে চাহেন কিনা তাহা লিখিত বক্তব্যের সহিত পৃথকভাবে তদন্ত কমিটিকে জানাইবেন।

(৬) সংশ্লিষ্ট বিচারকের লিখিত বক্তব্য বিবেচনার পর যদি তদন্ত কমিটির নিকট তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে প্রতিবেদন আকারে দাখিলের মাধ্যমে স্পীকারকে জানাইবে এবং স্পীকার উক্ত প্রতিবেদনটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিবেন; জাতীয় সংসদ এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য উক্ত প্রতিবেদনটি গ্রহন করিলে বিষয়টি নিস্পত্তি হইবে এবং উভয় পক্ষকে সেই মর্মে লিখিতভাবে তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইবে; ক্ষেত্রমত, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিষয়টি পুনঃতদন্তের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) স্পীকার জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুসারে পুনরায় তদন্তের জন্য পূর্বোক্ত তদন্ত কমিটি বা নূতন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ উক্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দ্বিতীয়বার তদন্ত কমিটির নিকট হইতে একই সিদ্ধান্ত আসিলে স্পীকার বিষয়টি জাতীয় সংসদের গোচরে আনিয়া নিস্পত্তি করিবেন।

(৮) তদন্ত কমিটি যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তাহাদের তদন্ত প্রতিবেদন ও সিদ্ধান্ত স্পীকারের নিকট প্রেরণ করিবে; স্পীকার উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইবার পর তাহা জাতীয় সংসদে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবেন ও উহার একটি সত্যায়িত প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট বিচারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৮। **একতরফা তদন্ত**।- এই আইনের অধীন তদন্তকার্য পরিচালনাকালে যদি কোন বিচারককে তদন্ত কমিটি কর্তৃক নোটিশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত বিচারক তদন্ত কমিটির সম্মূখে উপস্থিত হইতে অস্বীকৃতি জানান বা তদন্তকার্য পরিচালনায় অসহযোগিতা করেন, তাহা হইলে একতরফাভাবে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা যাইবে।

অধ্যায়- ৫
অসামর্থ্য এর অভিযোগ সম্পর্কিত তদন্ত

৯। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান পদ্ধতি।- (১) যেই ক্ষেত্রে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য এর অভিযোগ এর কারণে সুষ্ঠুভাবে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে , সেই ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিচারককে উক্তরুপ অভিযোগের প্রতিলিপি সহ তাহার লিখিত বক্তব্য একটি নির্দিষ্ট সময় মধ্যে আহবান করিবে;

(২) বিচারক যদি তাহার শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য এর অভিযোগ স্বীকার করেন তবে তদন্ত কমিটি তাহাদের পর্যবেক্ষণসহ একটি প্রতিবেদন স্পীকার এর নিকট প্রেরণ করিবে;

(৩) বিচারক যদি তাহার অসামর্থ্য এর অভিযোগ অস্বীকার করেন তবে তদন্ত কমিটি তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্তে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করিবার জন্য স্পীকার এর নিকট প্রেরণ করিবে;

(৪) তদন্ত কমিটির উক্তরুপ সুপারিশ অনুসারে স্পীকার একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করিলে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিচারককে উক্ত মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দান করিবে;

(৫) মেডিকেল বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিচারককে লিখিত নোটিশ প্রদান পূর্বক নির্দিষ্ট তারিখে তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্য রহিয়াছে কিনা এবং থাকিলে উক্ত অসামর্থ্যের কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম কিনা তৎমর্মে তদন্ত কমিটির নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে;

(৬) মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে যদি সংশ্লিষ্ট বিচারকের অসামর্থ্যতা নাই মর্মে মতামত প্রকাশ করে তবে তদন্ত কমিটি উক্ত প্রতিবেদন স্পীকার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি সংসদ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিযোগটি নিস্পত্তি করিবেন ;

(৭) যদি সংশ্লিষ্ট বিচারক মেডিকেল বোর্ড এর সম্মুখে অনুপস্থিত থাকেন বা উপস্থিত হইলেও যথাযথ পরীক্ষা করাইতে অস্বীকার করেন সেইক্ষেত্রে উক্ত বিবরণ উল্লেখপূর্বক তদন্ত কমিটির নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তদন্ত কমিটি এইরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে যে উক্ত বিচারক সম্পর্কে (১) উপধারায় বর্ণিত অসামর্থ্যতার এর অভিযোগ যথার্থ;

(৮) মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে যদি সংশ্লিষ্ট বিচারক এর শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যতা রহিয়াছে এবং উক্তরুপ অসামর্থ্যের কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম মর্মে অভিমত প্রকাশ করে তবে সেইক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি নিজেদের পর্যবেক্ষনসহ স্পীকার এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

অধ্যায়-৬
জাতীয় সংসদে তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ও বিবেচনা

১০। জাতীয় সংসদে উপস্থাপন। স্পীকার এই আইনের ৭(৮) ধারা ও ৯(৮) ধারা অনুসারে যথাক্রমে বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থের অভিযোগ সর্ম্পকে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জাতীয় সংসদে সদস্যগণের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবেন এবং ঐগুলির সত্যায়িত প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট বিচারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১১। জাতীয় সংসদের বিবেচনা কার্যক্রম। (১) জাতীয় সংসদ কর্তৃক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিচারককে জাতীয় সংসদে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে;

(২) সংশ্লিষ্ট বিচারক এর প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যতা সর্ম্পকে একটি প্রস্তাব জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইবে;

(৩) সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান অনুসারে প্রস্তাবটি যদি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত না হয় তবে সংশ্লিষ্ট বিচারক এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধান অনুসারে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা যাইবে না;

(৪) সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান অনুসারে যদি প্রস্তাবটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তাহার অপসারণের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে।

১২। রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত।- জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারককে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান অনুসারে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিবেন।

অধ্যায়- ৭
বিবিধ

১৩। ভিত্তিহীন,অসত্য ও হয়রানিমূলক অভিযোগের দন্ড।- (১) এই আইনের অধীনে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সর্ম্পকে তদন্ত হইবার পর যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন, অসত্য এবং হয়রানির উদ্দ্যেশে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগকারী অনধিক ২ (দুই) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) স্পীকার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত ভিত্তিহীন, অসত্য এবং হয়রানির উদ্দ্যেশে আনীত অভিযোগ দায়েরকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এখতিয়ার সম্পন্ন ফৌজদারি আদালতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিবেন।

১৪। প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ। উপরি-উক্ত ১১ ধারায় যাহাই সিদ্ধান্ত হউক না কেন সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের প্রচলিত আইন অনুসারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে এই আইন বাধা হইবে না।

১৫। আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(স্বাক্ষরিত)
ড. এম. শাহ আলম
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত)
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত)
বিচারপতি এ..বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন